বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব স্পিকার,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নবম জাতীয় সংসদের এই উদ্বোধনী অধিবেশন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ও আনন্দঘন মূহুর্ত। এই উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতা দানের সুযোগ পেয়ে আমি মহান আল্লাহ তা'লার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি এবং সেই সাথে আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে মহান সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও প্রিয় দেশবাসীকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

২। মহান সংসদের যে সকল মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ গত তিন বছরে মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তাঁদের সকলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও আত্মার শান্তি কামনা করছি।

৩। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বিভিন্ন রাজনৈতিক

দল, সকল ভোটার বিশেষ করে মহিলা ও নবীন ভোটারদের নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি মহান সংসদে আপনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী আপন প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সমন্বয়ে সুখী সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন- এটি আজ সমগ্র জাতির প্রত্যাশা।

৪। আজকের এ মহতী লগ্নে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের সেইসব মহান নেতাদের এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের যাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। আরও স্মরণ করছি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বদানকারী জাতীয় নেতা শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, গণতন্ত্রের নির্ভীক সেনানী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে। কৃতজ্ঞচিত্তে আরো স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রথম বাংলাদেশ সরকারের কর্ণধার জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানের অবদান।

জনাব স্পিকার,

৫। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বর্তমান সংসদ একটি দিনবদলের সংসদ।। বর্তমান সংসদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নতুন সরকারকে নির্বাচিত করে অনেক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নির্বাচিত সরকারের উপরে জনগণের প্রত্যাশা অপরিসীম, তাই সরকারকে প্রথমেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিরোধসহ দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা, দারিদ্র বিমোচন, সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সাথে সাথে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের মাধ্যমে এ সকল লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় বিদ্যমান আইনের সংস্কারসহ প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে আরো পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

৬। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও গ্রামীণ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ও কৃষি খাতের সবিশেষ অবদান বিবেচনাপূর্বক এ খাতে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে মন্দার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়া সত্বেও কৃষি খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধিসহ যথাসময়ে কৃষি উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য হ্রাস করেছে। ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মধ্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর পরই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন-চাল, গম, ভোজ্য তেল, জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়া শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা সরকারের উদ্দেশ্য। গ্রামীণ খাতে সেবা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করতে হবে।

৭। সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে যমুনা নদীর উপর ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু সেতু বাস্তবায়নের পর দেশের সকল অঞ্চলের সাথে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

জনাব স্পিকার,

৮। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়" এ নীতির আলোকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এ সকল নীতিসমূহ দেশের পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিয়ে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হবে। বাংলাদেশ একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যেখানে জনগণ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে রায় দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তুলে ধরার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আঞ্চলিক সহাযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্ক, বিমস্‌টেক ও আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের মত আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কমনওয়েলথ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সদস্য দেশসমূহের সাথে এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা প্রয়োজন। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এবং আঞ্চলিক সংঘাত নিরসনে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের মিশনে সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত রাখবে। অর্থনৈতিক কূটনীতিই হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। আরো দক্ষ, আধাদক্ষ জনশক্তি বর্হিবিশ্বে রপ্তানির বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাহসী, নিরপেক্ষ ও সময়োপযোগী ভূমিকার কথা দেশবাসী সকলেই অবগত আছে। দু-দু'টি ভয়াবহ বন্যা ও স্মরণকালের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী 'ঘূর্ণিঝড়' 'সিডর' এর দুর্যোগ মোকাবিলায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে সশস্ত্র বাহিনী তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকর ও সক্রিয় সহায়তায় ছবিসহ ভোটার তালিকা এবং পাশাপাশি জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার বিরল দৃষ্টান্ত স্হাপন করা হয়েছে, যা দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

জনাব স্পিকার,

১০। অমিত সম্ভাবনাময় দেশ আমাদের বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে এ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে যে জাতি স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে, সে জাতির জন্য কোন সমস্যারই সমাধান অসাধ্য নয়। ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে দেশপ্রেমের অমলিন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শেখ হাসিনার সরকার জাতিকে ২০২১ সালের একটি রূপকল্প উপহার দিয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। দারিদ্র, অশিক্ষা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগসমূহ অধিকতর সুসংহত ও গতিময় হয়ে জাতির জীবনে একটি সুন্দর ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে। নবনির্বাচিত সরকারকে জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের ম্যান্ডেট দিয়েছে। জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে আমি তাই আশা করবো জাতীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আসুন আমরা সকলে মিলে অকৃত্রিম দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সুদৃঢ় অগ্রযাত্রায় শরীক হই। মহান আল্লাহতা'লা আমাদের সহায় হউন।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক